যুগান্তর

তারিখ ... 07 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

সম্পাদকীয়

এখনও স্থায়ী ক্যাম্পাসহীন!

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন মেনে চলতে হবে

২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে উল্লেখ রয়েছে, একটি বিশ্ববিদ্যালয় দু'ধাপে সর্বোচ্চ ১২ বছর পর্যন্ত অস্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে না পারলে এবং স্থায়ী সনদ অর্জনে ব্যর্থ হলে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সংক্রান্ত সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে। আইনে এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার ব্যাপারে উদাসীনতার বিষয়টি স্পষ্ট। গতকাল যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার ৩৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে ২০১০ সাল থেকে বারবার আলটিমেটাম দিলেও এসব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের দিকনির্দেশনা মানতে তৎপর, এমনটি লক্ষ্য করা যায়নি। লক্ষণীয়, গত আগস্টে খোদ শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের ডেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে অগ্রগতি জানাতে দিকনির্দেশনা দিলেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই এ ব্যাপারে বিস্ময়কর নীরবতা পালন করছে। ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মেয়াদে সময় চেয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে যে গড়িমসি করছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সার্বিক সক্ষমতা ও আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ন্যূনতম মানদণ্ড কী, এক্ষেত্রে কী ধরনের অবকাঠামো থাকা প্রয়োজন, তা জেনেবুঝেই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় আর দশটি প্রতিষ্ঠানের মতো নয়। এটি ঠিকমতো না চললে উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি অনেক শিক্ষার্থীর জীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার মতো মৌলিক শর্ত পূরণেই হিমশিম খাচ্ছে, সেসব প্রতিষ্ঠান অন্য শর্তগুলো পূরণে কতটা সক্ষম সে প্রশ্নও ওঠে।

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে দু'বছর আগে ইউজিসির পক্ষ থেকে কঠোর নিকনির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও যেসব বিশ্ববিদ্যালয় তা মানতে ব্যর্থ হয়েছে, সেসব বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য মৌলিক শর্ত পূরণে কতটা সক্ষমতা অর্জন করেছে তা মনিটর করা জরুরি। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদ বাতিল করা হলে এতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জীবনে যে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে তা পূরণ করা যাবে কি?

যেসব বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন মৌলিক শর্ত পূরণে কম সক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে, সেগুলোকে নিবিড় মনিটরিংয়ের আওতায় এনে সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখার কথা। যেখানে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণের মতো মৌলিক শর্ত পূরণেই সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারছে না, সেখানে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অতিরিক্ত সরকারি জমি লিজ নেয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে নানাভাবে ফায়দা লোটার চেষ্টাও করতে পারে। এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে কঠোর হতে হবে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণের মতো মৌলিক শর্ত পূরণে অব্যাহত উদাসীনতার পরিচয় দেবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারণে যেসব শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভাবতে হবে।